ISSN: 2249-4782
UGC Referred Journal no. 40745

সমকালের জিয়নকাঠি

নাট্য বিষয়ক সংখ্যা

ও

অন্যান্য

সম্পাদক : নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল

Natya Bishayak Sankhya O Anyanya
Samakaler Jiyonkathi Sahitya Patrika
Edited by Nazibul Islam Mondal

© সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ : জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮

মুদ্রণ : জয়শ্রী প্রেস
৯১/১এ, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৯

অক্ষরবিন্যাস : এল টি এম গ্রাফিক্স
বারুইপুর, কলকাতা-১৪৪

যোগাযোগ : নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল
সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন
জীবন মণ্ডল হাট
ডাকঘর : মায়াহাউড়ি
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
চলভাষ : ৭৬৯১[illegible]৫৬৮৩২/৯৯৩২৫৬৭১৬১
e-mail : nazibulislammondal@rediffmail.com

প্রাপ্তিস্থান : ● দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩
● দে বুক স্টোর (দীপুদা)
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩
● ফার্মা কে.এল.এম
২৫৭ বি.বি.গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কল-১২
● বুক সেন্টার
৭৬ বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কল-১২

ISSN : 2249-4782

বিনিময় : ১৭৫.০০ টাকা

সূচিপত্র

পর্ব : ১

বিষয় : নাটক

'চাকভাঙা মধু' : মনসামিথের 'নবজন্ম'

সুরঞ্জন মিদ্দে ১৫

যযাতি ও প্যাঁচ পয়জার : ভাগবত ও রামায়ণের নবপাঠ

সিদ্ধার্থ খাঁড়া ২৫

'কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞান শকুন্তলম্' বর্তমান
সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে আলোচনা

ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯

উনিশ শতকে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে
স্বদেশপ্রীতির ভাবনা ও তার প্রতিফলন

হারাধন দাস ৩৭

দর্পণের প্রতিবিম্বে 'নীলদর্পণ' ও 'জমিদার দর্পণ'

মহম্মদ আবদুর রফিক সরদার ৫৩

সেলুলয়েডে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : লোকায়নভিত্তিক পাঠ

বিভাস সরদার ৬৮

শাহ্যাদ ফিরদাউস-এর 'প্রথম ব্যক্তি' : প্রতিবাদের এক নাট্যক্রিয়া

দীপঙ্কর সরদার ৭৬

চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনায় পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

অজন্তা জানা ৮৩

দিনবদলের নাট্যকার—বাদল সরকার

জিতেন মিস্ত্রী ৯১

শিশু-নাটকে নজরুল

সৈয়দ মহঃ সাইফুল্লাহ ৯৭

যযাতি ও প্যাঁচ পয়জার : ভাগবত ও রামায়ণের নবপাঠ

সিদ্ধার্থ খাঁড়া

সময়ের দাবির সঙ্গে পুরাকথাকে সমন্বিত করে বহু নাটক আধুনিক কালের নাটককাররা নির্মাণ করেছেন। কখনো রামায়ণ, কখনো ভাগবত আবার কখনো মহাভারতের কাহিনির উপাদান নাটকের কাহিনির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের মানুষের ব্যথা, বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে হয়েছে বা কখনো বিযুক্ত হয়েছে। এভাবেই চলেছে বিনির্মাণ আর পুনর্নির্মাণ।

মনোজ রায়ের 'প্যাঁচ পয়জার' (২০১০) আর গিরিশ কারনাডের যযাতি আলোকচুম্বিত হবে এই আলোচনায়। মনোজ রায়ের প্যাঁচ পয়জার (২০১০) সালে প্রকাশিত হয়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের কাহিনি ও চরিত্র এই নাটকে বিনির্মিত হয়েছে। 'পাদুকাহরণ পালার অন্তরালে সাম্রাজ্য ভোগদখলের রাজসিক অর্থপ্রাপ্তির চিন্তা কাজ করছে। ভরত পিতৃশোকে বিহ্বল ছিল। রামায়ণের কাহিনি অনুসৃত হয়েছে অধিকারীর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। নাটকের প্রথমে বলা হয়েছে—'আদিকবি যা লিখতে গিয়েছেন ভুলি উদ্ধারির লুপ্ত অংশ নেই সবগুলি।'

যা বাল্মীকির কাব্যে নেই তা নাটকের মধ্যে এসেছে পুনর্নির্মাণের শ্রবণে। গয়নার বাক্স আর পাদুকার বস্তু প্রভৃতি বিষয়গুলি এই নাটকে সংযোজিত হয়েছে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সীতার গয়নার বাক্সের জন্য কান্না বা বেদনা কোনটাই দেখা যায় না।

রথের সারথি সুমন্ত্র, ধৃতি, নিষাদরাজ, গুহ প্রভৃতি চরিত্রের বাস্তবতার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। অযোধ্যায় গিয়ে পাদুকার বস্তা নিয়ে আমার কাহিনি রামায়ণে নেই। নিষাদরাজ গুহের সঙ্গে রামের সখ্যতা দেখা যায় বাল্মীকির রামায়ণে। একুশ শতকের পটভূমিতে চরিত্র ও কাহিনি নবনির্মিত হয়েছে। পাদুকাহরণ প্রসঙ্গটি একেবারে নতুন। রামায়ণের নতুন Textকে এখানে বিন্যস্ত হতে দেখি। একুশ শতকের লোভী সাম্রাজ্যবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ছল-চাতুরী এই সময়ের অর্থ কুক্ষিগত করার এক কৌশল।